The Country Today

CAMPUS CORNER

TRUST & FAST CONSULTANCY

Renovated Mosque, Digital Bicycle Garage inaugurated at DU Shahid Sergeant Zahurul Haque Hall

DU Correspondent

The renovated mosque and a newly constructed digital bicycle garage at Dhaka University's Shahid Sergeant Zahurul Haque Hall have been inaugurated on Friday.

The Vice-Chancellor of Dhaka University, Prof Dr. Niaz Ahmad Khan, attended as the chief guest and inaugurated the mosque and garage.

During the event, Proctor Associate Prof Saifuddin Ahmad, Hall Provost Prof Dr. Md. Faruk Shah, Secretary of SZHM Trust Professor AYMd. Zafar, Chairman of Prime Asset Group Mizanur Rahman, and Editor of QuickNewsBD.com Lutfor Rahman, along with provosts of various halls, residential teachers, and students, were present.

Vice-Chancellor Prof Dr. Niaz Ahmad Khan thanked the authorities of Shahid Sergeant Zahurul Haque Hall for constructing the digital bicycle garage, noting that it is the first of its kind in any residential hall of Dhaka University. He expressed hope that this initiative would play an effective role in preventing bicycle theft incidents for students in the hall. He also emphasized the importance of establishing digital bicycle garages in other residential halls.

প্রথম আলো

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্বৈরাচারী ব্যবস্থা ফেরার আশঙ্কা

সেমিনার

উচ্চশিক্ষার মতো একটি মৌলিক খাত নিয়ে কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি সরকার।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনো রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনার উপশাখা হয়েই থেকে গেছে। উপাচার্য, ডিন, প্রাধ্যক্ষ বা প্রক্টরসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদগুলোতে এখনো দলীয় আনুগত্য ও ব্যক্তিগত পছন্দই মূল মানদণ্ড হিসেবে কাজ করছে। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্রের বিকাশ দূরের কথা, ক্যাম্পাসগুলোতে একমুখী স্বৈরাচারী ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এমন পর্যবেক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের।

গতকাল শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান ভবনে 'অভ্যুত্থানোত্তর বাংলাদেশে কেমন বিশ্ববিদ্যালয় চেলাম?' শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক। সেমিনারে উত্থাপিত প্রবন্ধে এ পর্যবেক্ষণ উঠে এসেছে। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রুশাদ ফরিদী ও তাহমিনা খানম এবং ইউল্যাব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অলিউর সান।

সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা উপদেষ্টা চৌধুরী রফিকুল (সি আর) আবরার। '৭৩-এর অধ্যাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশকে বহুক্ষেত্রে কলুষিত করেছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, স্বায়ত্তশাসনের নামে শিক্ষকেরা কীভাবে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছেন, জাতীয় রাজনীতির পঙ্কিল ধারা কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কলুষিত করেছে, সেটা সবার জানা।

শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে আগে একক সিদ্ধান্তে নিয়োগ হতো। এখন সার্চ কমিটি গঠিত হয়েছে, যেখানে ইউজিসি প্রতিনিধি, একজন বিশেষজ্ঞ ও উপাচার্য থাকেন। এটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত রূপান্তর। এর মাধ্যমে যেসব উপাচার্য নিয়োগ পেয়েছেন, তাঁদের যোগ্যতা নিয়ে বড় প্রশ্ন ওঠেনি।

সেমিনারের সভাপতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ মনে করেন, পতিত আওয়ামী সরকারের আমলে শিক্ষা খাতে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য বেশি বেশি বরাদ্দ দেওয়ার যে প্রবণতা, তা বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও রয়েছে। তিনি বলেন, নির্মাণ ঠিকাদার পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের যে চিত্র গত সরকারের সময়ে দেখা গেছে, সেটার সঙ্গে বর্তমানের কী পার্থক্য তৈরি হলো, তা এখন পর্যন্ত বোঝা যায়নি।

আনু মুহাম্মদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কীভাবে পরিচালিত হবে তার একটা অভিন্ন কাঠামো, তার একটি সূচনা করতে পারে অন্তর্বর্তী সরকার। একই সঙ্গে শিক্ষক নিয়োগপ্রক্রিয়া কীভাবে স্বচ্ছ এবং দলীয় প্রভাবমুক্ত করা যায়, সেটার একটা সূচনা করতে পারে।

মৌলিক পরিবর্তনের জায়গাতে শিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেন গুরুত্ব পেল না সেই প্রশ্ন তুলে আনু মুহাম্মদ বলেন, উপাচার্য, সহ-উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে যেখানে যে দলের প্রভাব বেশি সেই দলের লোক নিয়োগ পেল। অর্থাৎ বিএনপি কিংবা জামায়াতের। পুরোনো এই কাঠামো অব্যাহত থাকলেও সরকার কেন এ বিষয়ে মনোযোগ দিল না, সে প্রশ্নও তোলেন তিনি।

আনু মুহাম্মদ বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানের একটি বড় অর্জন হলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অত্যাচার-নির্যাতনের যে কারখানা বানানো হয়েছিল সেটা বন্ধ হয়েছে। তবে সেই সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রয়ে গেছে। তিনি বলেন, নতুন গোষ্ঠী তৈরি হওয়ার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে এবং কোনো কোনো জায়গায় তার চর্চাও হচ্ছে। কোনো শিক্ষার্থী যদি সেই গোষ্ঠীর পছন্দমতো কথা না বলে, তখন তার ওপর আক্রমণ করা, সাইবার বুলিং করা, ট্যাগিং করার মতো বিষয়গুলো ঘটছে।

সেমিনারে বক্তব্য দিচ্ছেন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান ভবনে। প্রথম আলো

> **শিক্ষা খাতে অবকাঠামো নির্মাণে বেশি বেশি বরাদ্দ দেওয়ার যে প্রবণতা, তা বর্তমান আমলেও রয়েছে।**
>
> আনু মুহাম্মদ, সাবেক অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ তানজিমউদ্দীন খান বলেন, ৫ আগস্টের পর প্রতিষ্ঠানগুলোতে মানুষের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু ভাবনা, গোষ্ঠীস্বার্থ, ব্যক্তিস্বার্থ একই রকম থেকে গেছে। তাই প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঠামো নিয়ে কথা বলাটা জরুরি।

শুধু নিয়ন্ত্রক বদল হয়েছে

প্রবন্ধে বলা হয়, সরকার উচ্চশিক্ষার মতো একটি মৌলিক খাত নিয়ে কোনো শিক্ষা কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। ফলে নিয়োগ থেকে শুরু করে ভর্তিপ্রক্রিয়া, আবাসন-সংকট থেকে ছাত্ররাজনীতি—সব ক্ষেত্রেই পুরোনো অনিয়মগুলোই ভিন্ন চেহারায় ফিরে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কেবল কিছু নিয়ন্ত্রক বদল হয়েছে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা ভাঙা যায়নি। ভেতরের গতানুগতিক কায়দার শিক্ষা-গবেষণা, অগণতান্ত্রিক পরিবেশ ও দমনমূলক কাঠামো রয়ে গেছে আগের মতোই।

প্রবন্ধে আরও বলা হয়, ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশের আওতার বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপাচার্যের হাতে সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকার যে সংস্কৃতি, তা আজও বদলায়নি। আর পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্বায়ত্তশাসনের নামে যা চলছে, তা মূলত সরকারদলীয় শিক্ষকদের বা সম্ভাব্য সরকারদলীয় শিক্ষকদের আধিপত্য বিস্তারের হাতিয়ার হয়েই রয়েছে।

সেমিনারে ঢাকার বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাস্তবতা তুলে ধরেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শুসমিন আফসানা, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কাজী ফরিদ, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অভিনু কিবরিয়া প্রমুখ।

The Daily Star

Names, photos, and brief details of many of those killed in last year's July uprising on display at TSC on the Dhaka University campus yesterday. The exhibition was organised by Bangladesh Gonotantrik Chhatra Sangsad. PHOTO: RASHED SHUMON